কলকাতায় উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

(আপীল বিভাগ)

বর্তমানঃ

বিচারপতি রায় চট্টোপাধ্যায়

২০২০ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ১৪০২

ভবানী সিনহা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

২০২০ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ১৪০৫-এর

জয়দেব মানিক ও অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

২০২০ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ৬১৫৯-এর

সঙ্গে

২০২০ সালের সি. এ. এন ১-এর সঙ্গে (২০২০ সালের পুরনো নম্বরঃ সি. এ. এন ৪৪৫৪)

মনিশা বেরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য

আবেদনকারীদের জন্যঃ	শ্রী চিত্তপ্রিয় ঘোষ,
	শ্রী গৌতম আচার্য
উত্তরদাতার জন্য নং.১২:	শ্রী নন্দলাল সিংহানিয়া
শুনানির সময়ঃ	০১/১২/২০২৩
আদালতের রায়ঃ	০১/১২/২০২৩

<u>বিচারপতি, রায় চট্টোপাধ্যায়</u>

১। এই রিট পিটিশনে তিনজন পৃথক রিট আবেদনকারীর আবেদন রয়েছে, যারা একই রকম পরিস্থিতি এবং যাদের আবেদন কমবেশি একই রকম, তিনটি রিট পিটিশনে। অতএব, তিনটি রিট পিটিশন বিচারের জন্য একসঙ্গে নেওয়া হয় এবং এই একক রায়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি।

২। আবেদনকারীদের পাশাপাশি ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিত্ব করা হয়। তবে, এই বিষয়ে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও, এই মামলায় বিবাদী রাজ্য কোনও বিরোধী হলফনামা ব্যবহার করেনি, বা আজ যখন বিষয়টি দ্বিতীয় ডাকে নেওয়া হয় তখনও তা উপস্থাপন করা হয়নি। এই দিকটি বিবেচনা করে, বিষয়টি বিচারের জন্য নেওয়া হয় এবং নিষ্পত্তি, রাষ্ট্রের উত্তরদাতার অনুপস্থিতিতে।

৩। মামলার প্রকৃত পটভূমি একটি এ আলোচনা করা যাক সংক্ষেপেঃ

১৯৭৫ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ভারত সরকার ‘সমন্বিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প’ প্রকল্প চালু করে এবং প্রকল্পটি প্রাক-বিদ্যালয়ের শিশু, গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের জন্য পরিপূরক পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রেফারেল পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। রাজ্য সরকারী যন্ত্রপাতির কার্যকর সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করা হয়েছিল, যা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে কাজ করবে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি ঘোষণার সময়, প্রকল্পটি কেবল কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্পনসর করা হয়েছিল। তবে, পরবর্তীকালে প্রকল্পের অর্থায়নের এই পদ্ধতিটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের মধ্যেও নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে বৈচিত্র্যপূর্ণ করা হয়েছিল।

4. বর্তমান মামলাগুলির উদ্দেশ্যে, প্রবিধানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা উপকারী হবে, যা নিম্নরূপ:

অনুসরণ করে:"২. প্রভাবশালী সংস্থা

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্থানীয় সংস্থা, ইটিসি।

২.১. যতদূর সম্ভব, অঙ্গনওয়াড়িগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্থানীয় সংস্থা, পঞ্চায়েত, ভারতীয় শিশু কল্যাণ পরিষদ ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, যা প্রকল্পে প্রদত্ত অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে অনুদান দেওয়া যেতে পারে। অতএব, কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ড এবং রাজ্য সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা বোর্ডগুলিকে যেখানেই প্রয়োজন সেখানে নতুন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সংগঠন এবং বিদ্যমান স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির প্রচার ও উন্নয়নে জড়িত হওয়া উচিত, যাতে তাদের অঙ্গনওয়াড়ি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যায়। বিদ্যমান বালওয়াড়ি বা অন্যান্য প্রাক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অঙ্গনওয়াড়ি পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

[আই. এম. এস. ডব্লিউ নং. ১-৫/৭৫-সিডি তারিখ ২১.১০.৭৫, নং. ১-১২/৮২-সিডি তারিখ ২৮.৮.৮২ এবং নং. ৩-৫/৭৫-সিডি তারিখ ২৮.৪.৭৬]

৩। কার্যকারিতা

আই. সি. ডি. এস প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত কর্মীকে আই. সি. ডি. এস বাজেট থেকে ব্যয় বহন করতে হবে, তাদের রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কেডে বহন করা উচিত এবং তাই, এই পদগুলি রাজ্য সরকারের উপযুক্ত বেতন স্কেলে অনুমোদিত করা উচিত। এর জন্য, প্রাক্কলন ব্যয়ের প্রয়োজনীয় সমন্বয় অনুমোদিত।

[এমএসডাবলু নং. ৬-১১/৭৫-সিডি তারিখ ১.৮.১৯৭৫]

৩.১.১০ রাজ্য সরকারগুলি, যদি তারা চায়, সহকারী এবং পরিসংখ্যান সহকারী পদগুলিকে দুটিতে রূপান্তর করতে পারে, অন্যান্য পদমর্যাদার মন্ত্রী পদ যেমন ইউ. ডি. সি/অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক, স্টোরকিপার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি।

[এমএসডাবলু নং. ১১-৩২ ৭৮-সিডি তারিখ. ৩১.৫.৭৯]

৫। এইভাবে প্রকল্পটির পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্য সরকার যে নোডাল এজেন্সি, তা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের পাশাপাশি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুবিধার্থে বেসরকারী সংস্থাগুলির পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করবে। এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১১ই এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখের সেই চিঠির দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের দায়িত্ব চারটি বেসরকারী সংস্থাকে দিয়েছে, যার মধ্যে একটি হল মেদিনীপুর জেলার "তরুণ সংঘ" "এগ্রা-২" ব্লকে প্রকল্পটি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল "তরুণ সংঘ"-কে। উক্ত চিঠির কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করাও উপকারী হবে তারিখ ১১ই এপ্রিল, ১৯৯৭, যা নিম্নরূপঃ

'' (ii) শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক থেকে শুরু করে অঙ্গনওয়াড় কর্মী ও সাহায্যকারী পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিক্ষাগত মানদণ্ড এবং এস. সি/এস. টি/ও. বি. সি সংরক্ষণ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে, সমাজ কল্যাণ বিভাগে সরকার অঙ্গনওয়াড় কর্মী ও সাহায্যকারীর ১০ শতাংশ পদ এবং প্রতিটি প্রকল্পে সুপারভাইজারের ২টি পদ নির্বাচন করবে। সি. আই. পি. ও থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী পর্যন্ত সমস্ত ক্যাটারির জন্য ১০০ পয়েন্ট রোস্টার কঠোরভাবে পালন করা হবে। সি. আই. পি. ও, এ. সি. আই. পি. ও, সুপারভাইজার এবং কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের বিভিন্ন বিভাগের তালিকা চুক্তিটি গৃহীত হওয়ার পরে বিভাগ দ্বারা জারি করা হবে। বেতন স্কেল, বয়স, যোগ্যতা, বিভিন্ন বিভাগের পদের শর্তাবলী এবং শর্তাবলী বিবৃতিটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

(iii) এই আই. সি. ডি. এস প্রকল্পগুলির প্রত্যেকটির জন্য একটি স্বতন্ত্র নিয়োগ কমিটি থাকবে। এই কমিটিতে ৪ জনের বেশি থাকবেন না, সংশ্লিষ্ট এনজিও থেকে দু 'জন ব্যক্তি থাকবেন, যাঁদের মধ্যে ২ জন সরকারি, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর থেকে মনোনীত হবেন। পশ্চিমবঙ্গের সমাজকল্যাণ অধিকর্তা এবং অধিদপ্তরের অন্য একজন কর্মকর্তা হবেন সরকারি মনোনীত ব্যক্তি। সমাজ কল্যাণ অধিকর্তা হবেন নিয়োগ কমিটির সভাপতি। তিনি সমস্ত শ্রেণীর কর্মকর্তা, কর্মী, সুপারভাইজার এবং স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। তিনি উত্তরপত্রও পরীক্ষা করবেন। সেই কমিটি উত্তরপত্র পরীক্ষা করবে।

কমিটি প্রার্থীদের প্যানেলটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের সচিবের কাছে প্রতিবারের মত সমাজকল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পাঠাবেন। প্রতিটি বিভাগের কর্মীদের শর্তাবলী প্যানেলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে।

(v) এই সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত বিদ্যমান প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনই অ-সরকারি সংস্থাগুলিরও তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার এবং অগ্রগতি পুনর্বিবেচনার জন্য একই দায়িত্ব থাকবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা এবং তাদের প্রতিনিধিরা সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত প্রকল্প/অঙ্গনওয়াড়িগুলি পরিদর্শন, পরিদর্শন এবং গাইড করতে থাকবেন।

(vi) ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ আই. সি. ডি. এস প্রকল্প রূপায়ণের জন্য এই রাজ্য সরকারকে যে পরিমাণ অর্থ ছাড় করেছে, তা এই রাজ্য সরকার কিস্তিতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে দেবে।

(x) এন.জি.ও.এস - দ্বারা এইভাবে নিযুক্ত যে কোনও বিভাগের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে কোনও শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অবশ্য রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে।

৬। "তরুণ সংঘ" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং ১৯৯৮ সালের ২২শে জুন থেকে নির্ধারিত প্রবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং "এগ্রা-২" ব্লকের জন্য উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন পদে বর্তমান আবেদনকারীদের নিয়োগ করে। ২০২০ সালের ডব্লিউপিএ ১৪০২-এ আবেদনকারীকে সুপারভাইজার (এসসি) হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ২০২০ সালের ডব্লিউপিএ ১৪০৫-এ আবেদনকারীকে ক্যাশিয়ার-কাম-এলডিএ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ডব্লিউপিএ ৬১৫৯-এ আবেদনকারী ২০২০ সুপারভাইজার (জেনারেল) হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল।

৭। লিখিত আবেদনকারীর অভিযোগ হল যে যথাযথভাবে হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং অবিচ্ছিন্ন, সন্তোষজনক এবং নির্দোষ পরিষেবা প্রদান করা সত্ত্বেও নিযুক্ত বছরের পর বছর ধরে, হেই, তাদের সমান অবস্থানে থাকা প্রতিপক্ষের সাথে সমান পরিষেবা সুবিধা না দিয়ে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন

রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে কর্মরত তাদের সমান পদে থাকা সহকর্মীদের সাথে সমান পরিষেবা সুবিধা, যারা রাজ্য সরকারের দপ্তরের মাধ্যমেই নিযুক্ত হয়েছেন এবং তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। রিট আবেদনকারীরা বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব, ডব্লিউসিডি এবং এসডাব্লু বিভাগের ১০ জুলাই, ২০১৯ তারিখের আদেশে ক্ষুব্ধ। তারা এই রিট পিটিশনে এটিকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং উক্ত আদেশটি বাতিল করার জন্য স্বস্তির আবেদন করেছে। রিট আবেদনকারীরা আদালতের নির্দেশ চেয়েছেন যাতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য কর্তৃপক্ষকে জিপিএফ, ছুটি নগদকরণ, গ্র্যাচুইটি সহ অবসরকালীন সুবিধাগুলি সহ সমস্ত পরিষেবা সুবিধা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পেনশন, তাদের অবসর গ্রহণের সময়।

৮। শ্রী ঘোষ রিট আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বেসরকারী সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত আই. সি. ডি. এস প্রকল্পের কাজকর্মের জন্য নির্দেশিকা উল্লেখ করে, রাজ্য দ্বারা এ. এস জারি করা হয়েছিল, শ্রী ঘোষ বলেছেন যে রাজ্যের সমাজকল্যাণ বিভাগকে বেসরকারী সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত আই. সি. ডি. এস প্রকল্পগুলির সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন যে এটি কেবল নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসারে যে বেসরকারী সংস্থা যার অধীনে আবেদনকারীরা প্রকল্পের জন্য কাজ করতে নিযুক্ত রয়েছে তার মতো কাজ করবে। রাজ্যের সমাজকল্যাণ বিভাগ একটি বেসরকারী সংস্থাকে তহবিল বরাদ্দ করবে, উল্লিখিত প্রকল্পটি চালানোর জন্য, প্রণীত প্রকল্প অনুসারে। উক্ত বেসরকারী সংস্থা, পরিবর্তে, প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে রাজ্যকে রিপোর্ট করতে দায়বদ্ধ হবে এবং তহবিল বিতরণ বা অন্য কোনও ব্যয়ের জন্যও হিসাব করবে। প্রকল্পগুলিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মীদের উপর বেসরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, রাজ্যের নির্দেশিকা অনুসারে এটি নির্দেশিত যে,

পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা বিধি এবং সি. সি. এ বিধিগুলি প্রযোজ্য করা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, যে কোনও শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের জন্য, কেবলমাত্র রাজ্য কর্তৃপক্ষই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে, যতদূর পর্যন্ত, রাজ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া, বিশেষত সমাজকল্যাণ বিভাগ, উক্ত প্রকল্পের অধীনে কর্মরত কোনও কর্মচারীকে কোনও কার্যক্রম শুরু করা যাবে না বা কোনও শাস্তি দেওয়া যাবে না। তদনুসারে, এটি জমা দেওয়া হয় যে প্রকল্পের কাজটির পুরো তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি পুরো কাজের স্পনসরশিপ সহ একটি বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত উক্ত প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রকল্পগুলি অনুসরণ করার জন্য রাজ্যের সমাজকল্যাণ বিভাগ দ্বারা করা হয়। যাইহোক, তাঁর মতে, সরকারী বিভাগের নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা উক্ত প্রকল্পের অধীনে একই ধরনের কাজ করা এবং সরাসরি বিভাগের অধীনে কাজ করা সত্ত্বেও, আবেদনকারীরা পরিষেবার সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন যা সরকারী বিভাগের অধীনে নিযুক্ত এবং সরাসরি আইনের অধীনে কাজ করা অন্যান্য ব্যক্তিরা পাওয়ার অধিকারী এবং প্রকৃতপক্ষে উপভোগ করছেন। শ্রী ঘোষের মতে, এটি তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে স্থূল অসঙ্গতির অনুশীলন, যা এর মূল্যবান বিধিবদ্ধ এবং সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করছে।

৯। রিট আবেদনকারীদের উপস্থাপন করুন ২০০৯ সালের সুপ্রিম কোর্টের ৩টি মামলা ৬৮ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য বনাম কাবেরী খাস্তগীর ও অন্যান্য)-এ রিপোর্ট করা সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় উল্লেখ করে শ্রী ঘোষ বলেছেন যে এই রিট পিটিশনগুলির সাথে জড়িত অনুরূপ বিষয়গুলি সুপ্রিম কোর্ট উক্ত রায়ে মোকাবিলা করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করতে দ্বিমত পোষণ করেছে। আই. সি. ডি. এস প্রকল্পের কর্মচারীরা প্রকল্পের কর্মচারী হিসাবে এবং

রাজ্য সরকারের কর্মচারী হিসাবে নন। শ্রী ঘোষ ১৯শে নভেম্বর, ২০২০ তারিখের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের একটি সাম্প্রতিক রায়, [ডব্লিউ. এ. নং. মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বনাম শ্রীমতী বন্দনা মাহতা এবং অন্যান্য রিট পিটিশন] উল্লেখ করেছেন, যেখানে ডিভিশন বেঞ্চ ২০০৯ সালের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছে, যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আবেদনকারীদের সরকারী চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া রাজ্যের আর কোনও বিকল্প নেই। শ্রী ঘোষ আরও উল্লেখ করেছেন যে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের উক্ত রায়, যখন এর সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট, বিশেষ ছুটির আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

১০। শ্রী সিংহানিয়া, উত্তরদাতা ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে ।

প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত প্রকল্পটি রূপায়ণের দায়িত্ব ভারত সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে, যতদূর পর্যন্ত রাজ্যে এর সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য তহবিল সরবরাহের বিষয়টি সম্পর্কিত। তিনি আরও বলেছেন যে, প্রকল্পটি পরিচালনা এবং উপরোক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অন্যান্য দিক সম্পর্কে, ভারত ইউনিয়নের কোনও থাকবে না সম্পৃক্ততা যা-ই হোক না কেন, নির্ধারিত।

১১। এই ক্ষেত্রে তথ্যগত প্রশ্নগুলি অবিসংবাদিত। সুপ্রিম কাবেরি খাস্তগিরের ক্ষেত্রে, যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, আদালত ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আই. সি. ডি. এস প্রকল্পের কর্মচারীরা রাজ্য সরকারের উপযুক্ত ক্যাডারে থাকবেন। উক্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

" ৩১. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করার পরে, আমরা হাইকোর্টের একক বিচারক বা ডিভিশন বেঞ্চের এই যুক্তির সাথে একমত হতে অক্ষম বলে মনে করি যে রিট আবেদনকারীরা আই. সি. ডি. এস প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্মচারী ছিলেন এবং

রাজ্য সরকারের কর্মচারীরা হিসাবে নয় এবং তাঁদের পরিষেবাগুলি এই প্রকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রকল্পের ৩৫ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদিও এটি একটি কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রকল্প ছিল, তবে সম্পূরক পুষ্টি ব্যতীত অন্যান্য উপকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা সহ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির উপর এর প্রয়োগ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকল্পের ৪৭ নং অনুচ্ছেদ, যা এখানে উপরে তুলে ধরা হয়েছে, তা কোনও অনিশ্চিত শর্ত ছাড়াই স্পষ্ট করে দেয় যে, যদিও এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তহবিল সরবরাহ করবে, তবুও রাজ্যগুলির উপযুক্ত ক্যাডারগুলিতে কর্মী বহন করা হবে যা যথাযথ সংশ্লিষ্ট রাজ্য বেতন স্কেলে পদগুলি অনুমোদন করবে। এই ধরনের বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এটা মেনে নেওয়া কঠিন যে রিট আবেদনকারীরা প্রকল্প কর্মী ছিলেন এবং রাজ্য সরকারের কর্মচারী ছিলেন না।

৩২। বিশেষ অনুমতির আবেদনে উল্লিখিত এবং শ্রী ভেনুগোপালের দ্বারা উল্লিখিত বিভিন্ন সংযোজন থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে, ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিম প্রকল্পের শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এই প্রকল্পের অনুচ্ছেদ ৪৭-এর অধীনে বিবেচিত রাজ্য সরকারের কর্মচারী ছিলেন।"

আইনটি বর্তমান তারিখেও প্রযোজ্য।

১২। এই বিষয়গুলিতে বিবেচনার জন্য দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, রাজ্য সরকার রিট আবেদনকারীদের উপর কতটা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। প্রকল্পে কর্মচারীদের, সরকারী বিভাগের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলির নিযুক্তির জন্য এই প্রকল্পটি নিজেই সরবরাহ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল সমাজের এমনকি সবচেয়ে বঞ্চিত এবং প্রান্তিকদের সাথে সংযুক্ত করার জন্য এই প্রকল্পের সুবিধা প্রসারিত করা। এটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমাজের গোষ্ঠী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলিকেও জড়িত করার বিধান বাস্তবায়নের জন্য প্ররোচিত করেছে, যা স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা এবং ক্ষুদ্র স্তরের সম্ভাবনা অনুসারে, সামাজিক এর মাধ্যমে উল্লিখিত প্রকল্পের উপকারী বিধানগুলিকে প্রতিধ্বনিত করতে পারে নিউক্লিয়াস। তবে কর্মীদের ধরণটি প্রকল্পেই এবং যেকোনো প্রকল্পে ডিজাইন করা হয়েছে,

রাজ্য বিভাগ বা কোনও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হোক না কেন, উক্ত কর্মীদের ধরণ অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে প্রকল্পের কাজ পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে, একটি বেসরকারি সংস্থা সম্পূর্ণরূপে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মতো প্রদানকারীদের দ্বারা অর্থায়ন এবং পৃষ্ঠপোষকতা পায়। এটিও যে নির্দেশিকা অনুসারে, বেসরকারী সংস্থাকে তার কাজ এবং তহবিলের ব্যবহারের বিষয়ে রাজ্য বিভাগের কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। বেসরকারী সংস্থাটি প্রকল্পে তার কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও স্বাধীনভাবে কাজ করছে না এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরু করার পাশাপাশি কোনও শাস্তি আরোপের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হবে। আরও ভাল বোঝার জন্য এই বিষয়ে রাজ্য কর্তৃক জারি করা নির্দেশিকার প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে বের করা যেতে পারেঃ

"১. <u>প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ</u>

এন. জি. ও.-পরিচালিত আই. সি. ডি. এস প্রকল্পগুলি সমাজকল্যাণ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকবে।''

''২. <u>অডিট</u>

এনজিও প্রকল্পগুলির অ্যাকাউন্টগুলি ভারতের নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক-জেনারেল দ্বারা নিরীক্ষা করা উচিত।''

''৩. <u>তহবিলের বরাদ্দ</u>

সমস্ত বরাদ্দ সমাজকল্যাণ অধিকর্তার দ্বারা রাষ্ট্রপতি/সচিব/সাধারণ সম্পাদক/হনিকে দেওয়া হবেঃ এন. জি. ও-এর সাধারণ সম্পাদক (এরপরে এন. জি. ও-এর প্রতিনিধি বলা হবে)। একটি প্রধান/উপ-প্রধান থেকে অন্য প্রধান/উপ-প্রধানে তহবিল স্থানান্তর অনুমোদিত নয়। এন. জি. ও-কে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি অনুলিপি সহ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রোগ্রাম অফিসারের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার কাছে ত্রৈমাসিক আইটেম-ভিত্তিক ব্যয়ের বিবৃতি জমা দিতে হবে। তহবিল আরও বরাদ্দের জন্য সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার কাছে কোনও প্রস্তাব পাঠানোর আগে সেই সময়কাল পর্যন্ত একটি সুসংহত ব্যয়ের বিবৃতি জমা দিতে হবে।

"১০. আধিকারিক ও কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ

পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা বিধিমালা অংশ-১ এবং অংশ-২ এবং সি. সি. এ বিধিমালা এনজিও দ্বারা গৃহীত হতে পারে এবং এনজিও পরিচালিত আই. সি. ডি. এস প্রকল্পের কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।''

'' ১১. বিচ্ছিন্নকরণ আইন

কোনও আধিকারিক বা কর্মচারীর দ্বারা কোনও গুরুতর অনুশাসনহীনতা বা তহবিলের অপব্যবহার ইত্যাদি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এনজিও দ্বারা সরকারের কাছে প্রেরণ করতে হবে। সমাজ কল্যাণ বিভাগের কাছ থেকে এই বিষয়ে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরে এনজিও দ্বারা শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা অবহিত করা হবে। সরকার কর্তৃক শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত এনজিও দ্বারা কোনও শাস্তি দেওয়া হবে না। ফলাফলগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করার পরে।''

১৩। উপরের আলোচনার উপর সুস্পষ্ট উপসংহার হবে যে কোনও বেসরকারী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত আই. সি. ডি. এস প্রকল্পের সম্পূর্ণ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের উপর ভিত্তি করে। বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পে কাজ করার জন্য রাজ্য অফিসার এবং অন্যান্য কর্মচারীদের পদ অনুমোদন করবে। এই প্রকল্পে বিধান রয়েছে যে রাজ্য আই. সি. ডি. এস প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মচারীদের তাদের কর্মচারীদের ক্যাডারে বহন করবে। যতদূর পর্যন্ত সরকার নিযুক্ত আই. সি. ডি. এস প্রকল্পের কর্মচারীরা উদ্বিগ্ন, তারা সরকারী কর্মচারীদের ক্যাডারে বহন করা হয় এবং সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য সমস্ত সুবিধার জন্য যোগ্য সুপ্রিম কোর্ট **"কাবেরি খাস্তগীর" (সুপ্রা)-র** উক্ত রায়ে এই আইনটিকে বহাল রেখেছে।

১৪। এখানে প্রশ্ন আসে যে, প্রকল্পে কর্মরত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত কাজের প্রকৃতি, যদি কোনও বেসরকারী সংস্থার দ্বারা পরিচালিত প্রকল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে তাদের থেকে আলাদা হয় রাজ্যের একটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত একটি প্রকল্পে নিযুক্ত।

মূলত এবং অনিবার্যভাবে, তা নয়। আই. সি. ডি. এস প্রকল্পটি চালানোর কাজের প্রকৃতি অবশ্যই পরিকল্পিত প্রকল্প অনুসারে হতে হবে এবং জনসাধারণের সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তিরা সমান এবং একই পদে রয়েছেন, তাদের জন্য অনুমোদিত সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে বৈষম্য করা যাবে না, যে কাজের জন্য একই এবং অনুরূপ প্রকৃতির কাজ করা হয়েছে। সমানের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য, একটি বোধগম্য পার্থক্যকে মূলত এই ধরনের সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করতে হবে। আরও, এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রকল্পের স্থায়ী প্রকৃতি যে কোনও বিবেচনার বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। "বোধগম্য পার্থক্য" শব্দের অর্থ হল বুঝতে পারা যায় এমন পার্থক্য। আইনকে সমস্ত ব্যক্তিকে একইভাবে একইভাবে আচরণ করতে হয়। যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিন্যাসের মতবাদটি ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এর অর্থ এই নয় যে আইনটি অবশ্যই সমস্ত ব্যক্তির প্রতি সর্বজনীন প্রয়োগ থাকতে হবে। বরং, এটি অবশ্যই একই ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রয়োগ করা উচিত। বোধগম্য পার্থক্যের অর্থ হল যে কোনও ভিত্তিতে বৈষম্য না করে সমানদের সমানভাবে বিবেচনা করা উচিত। সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ কোনও ধরনের বৈষম্য ছাড়াই আইনের সামনে প্রত্যেককে সমানতার নিশ্চয়তা দেয় অযৌক্তিক বৈষম্য।

১৫। (২০০৩) ১১ এস. সি. সি. ১৪৬-এ রিপোর্ট করা সৌরভ চৌধুরী এবং অন্যান্য বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তর বেঞ্চের সিদ্ধান্তে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুসারে, সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে যে সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ শ্রেণী আইনকে নিষিদ্ধ করে তবে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিন্যাসকে নিষিদ্ধ করে না, যার অর্থ সুপ্রিম কোর্টের মতে, (১) অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত এবং বোধগম্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে হতে হবে এবং (২) এই ধরনের পার্থক্য অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে হতে হবে।

১৬। উপরের মতো আলোচনা করার পরে, ১০ই জুলাই, ২০১৯ তারিখের বিতর্কিত আদেশে কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানটি ভুল এবং ভুল বিবেচনার ভিত্তিতে বলে মনে হয়। একই সাথে, এটি লক্ষ্য করা হয়েছে যে আবেদনকারীরা বেসরকারী সংস্থার দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন এবং রাজ্য সরকার দ্বারা নয় এবং পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা বিধিমালা রিট আবেদনকারীদের রাজ্য সরকারের কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার কোনও অধিকার প্রদান করে না। এটি দেখা গেছে যে রিট আবেদনকারীদের রাজ্য পরিচালিত আই. সি. ডি. এস প্রকল্পের কর্মচারীদের সমতুল্য সমস্ত সুবিধার কোনও স্বয়ংক্রিয় অধিকার উপলব্ধ থাকবে না। দর্ভাগ্যবশত, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের উক্ত সিদ্ধান্তটি কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণবিহীন। কেবলমাত্র, কোনও বেসরকারী সংস্থার দ্বারা আবেদনকারীর নিয়োগ তাদের পরিষেবা সুবিধার ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে আচরণ করার জন্য সরল কারণ হবে না। এর কারণ হ 'ল এই প্রকল্পটি নিজেই দুই ধরণের প্রবেশকারীদের মধ্যে পার্থক্য করেনি, উত্তরদাতার ক্যাডারে তাদের বসানোর ক্ষেত্রে। এছাড়াও তারা উভয়ই একই দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালন করছে, যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে রাজ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অভিন্ন পদ্ধতি বিপন্ন হয়েছে। সমানদের মধ্যে বৈষম্যের যে ভিত্তি দেখানো হয়েছে তা ন্যায্য, যৌক্তিক বা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা যায় না। বিতর্কিত আদেশটি আবেদনকারীদের সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে তাদের বৈষম্য করেনি। শ্রেণীবিভাগটি অবশ্যই বোধগম্য পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যা আবেদনকারীদের সরকার পরিচালিত প্রকল্পগুলির কর্মচারীদের থেকে আলাদা করে, যা করা হয়নি এবং যা আসলে করা যায় না। বিতর্কিত আদেশটি চোখে টেকসই নয় আইনের

।

১৭। রিট আবেদনের উপরের আলোচনাটি সফল হওয়া উচিত।

১৮। ১০ই জুন, ২০১৯ তারিখের অভিযুক্ত আদেশ, দ্বারা পাস করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব, ডাব্লুসিডি এবং এসডাব্লু বিভাগকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারের কর্মচারীদের মতে, আবেদনকারীদের সমস্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উত্তরদাতা রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আই. সি. ডি. এস প্রকল্প চালান।

১৯। রিট আবেদন নং. ২০২০-এর ডব্লিউ. পি. এ ১৪০২,২০২০-এর ডব্লিউ. পি. এ ১৪০৫ ২০২০-এর সিএএন ১ সহ ২০২০-এর এবং ডাবলুপিএ ৬১৫৯ (২০২০-এর পুরনো সংখ্যাঃ সিএএন ৪৪৫৪) নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২০। এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি, রাই চট্টোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly